দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 30 DEC 1995 ...
পৃষ্ঠা ৫ ... কলাম ... ৩ .....

পরীক্ষার উত্তরপত্রের সঠিক মূল্যায়ন হোক

কয়েকদিন আগে এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ হল। দেখা যাচ্ছে এই ব্যাচের ছাত্রছাত্রীদের যারা এসএস-সিতে স্টার পেয়েছে তারা এইচএসসিতে এসে নাকানি-চুবানি খাচ্ছে। ফলাফলের এই তারতম্যের কারণ অবশ্যই ভাবতে হবে। বাস্তব কারণ অবশ্যই কিছু আছে। অন্য বোর্ডের কি অবস্থা জানি না, তবে আমি রাজশাহী বোর্ডের কথা বলছি। আমি একজন অধ্যাপকের স্ত্রী। তাই ব্যাপারটি আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। একজন অধ্যাপককে তিন শত খাতা দেখতে মাত্র ২০ দিন সময় দেয়া হয় এবং এই তিন শত খাতার মধ্যে থেকে এক শত খাতা মাত্র সাত দিনে দেখে বোর্ডে পাঠাতে হয়। বোর্ড থেকে খাতা নিয়ে এসে সেগুলি ঠিকমতো মিলিয়ে নিতেই একদিন লেগে যায়। খাতা দেখে প্রতিটি খাতায় নম্বর উঠাতে ১ দিনের মত সময় লাগে। কম্পিউটার পদ্ধতিতে খাতায় নম্বর উঠাতে ও সাথে গোল ঘর পূরণ করতে যথেষ্ট সতর্কতা এবং সময়ের প্রয়োজন। তাহলে থাকে মাত্র পাঁচ দিন। এই পাঁচ দিনে রোজ বিশটি করে খাতা দেখে তার সঠিক মূল্যায়ন কোনভাবেই সম্ভব নয়। দ্বিতীয় কিস্তির বাকি দুই শত খাতা পরবর্তী ১৩ দিনের মধ্যে দেখে এবং নম্বর উঠিয়ে পাঠাতে হয়। কলেজ শিক্ষকগণ নিয়মিত কলেজের ক্লাস, মিটিং এবং অন্য সব কাজ সেরেই তো খাতা দেখেন। আর এখন প্রায় প্রতিটি অধ্যাপক সকাল-বিকাল প্রাইভেট পড়ান। অধ্যাপকগণ এতসব কাজ সেরে যতটুকু সময় পান তাতে কি সঠিকভাবে খাতার মূল্যায়ন সম্ভব? খাতার সঠিক মূল্যয়নই যদি না হয় তাহলে কম্পিউটারে যোগ-বিয়োগ করে কি লাভ? তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করে পরীক্ষার উত্তরপত্রের সঠিক মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

সুলতানা পারভীন
এ ফজল
কলেজপাড়া
রাধানগর
পাবনা।